আমাদের মাতৃ ভুমি বাংলাদেশ হচ্ছে সকল দেশের রানী। আমাদের এই দেশে আছে কত কিছু। আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের বর্ননা নিয়ে তাই তৈরি করলাম একটি টুইট।

সুন্দরবন

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বন হল সুন্দরবন। বৃহত্তর খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল এবং পটুয়াখালি জেলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশের মোট ৫১০০ বগ কিএলাকা নিয়ে সুন্দরবন গঠিত। .মি .

সেন্টমার্টিন দ্বীপ

ভূতাত্তিকভাবে সেন্টমার্টিন দ্বীপ একটি মহাদেশীয় দ্বীপ। তবে এখানে কিছু প্রবাল জন্মে। সেজন্য অনেকেই এটিকে প্রবাল দ্বীপ বলে মনে করে। এটি টেকনাফের মূল ভূখন্ড- হতে সমুদ্রের প্রায় ১২ কিভেতরে অবস্থিত। .মি. দ্বীপটি দৈঘ্য প্রায় ৫ কি।.মি.

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

কুয়াকাটা

কুয়াকাটা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পটুয়াখালি জেলায় অবস্থিত । এটা এমন এক সী বীচ যেখান থেকে সূযদয় এবং সূযাস্ত দুটোই দেখা যায়। আপনি বাসে করে এখানে যেতে পারেন অথবা যদি বিমানে করে যেতে চান তবে আপনাকে প্রথমে বিমানে করে বরিশাল যেতে হবে এবং এরপর বোটে করে আপনাকে কুয়াকাটায় আসতে হবে। কুয়াকাটার এই বিস্ময়কর সৌন্দযের জন্য কুয়াকাটাকে সাগরকন্যা নামে অভিহিত করা হয়।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

মহেশখালি

কক্সবাজার জেলার অন্তগত বাঁশখালি নদীর তীরে অবস্থিত একটি দ্বীপ। এই দ্বীপের প্রধান আকষণ হল শুটকি মাছ এবং মিঠা পানি। দ্বীপের ব্যাপক এলাকা জুড়ে প্রায় ১০৭ বগ একর জমিতে লবণ চাষ করা হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দয হিসেবে মহেশখালিতে রয়েছে নৈসগিক পরিবেশ। এর পাহাড়ের উপর অবস্থিত আদিনাথ মন্দিরকে ঘিরে উঠেছে পযটন কেন্দ্র। এটি বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়িয়া দ্বীপ।

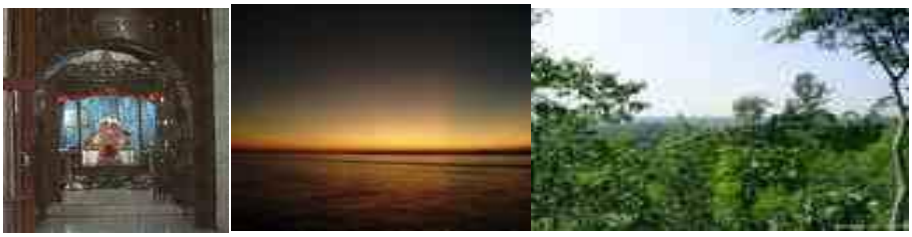

সোনাদিয়া দ্বীপ

বঙ্গোপসাগরের গভীরে জেগে উঠা দ্বীপ সোনাদিয়া। প্রধানত দুটি কারণে দ্বীপটি প্রসিদ্ধ। প্রথমত এই দ্বীপের ব্যপক এলাকা জুড়ে বিশেষ করে গ্রীষ্ম মৌসুমে প্রচুর মাছ আহরিত হয়। দ্বিতীয়ত শীত মৌসুমে পৃথিবীর উত্তর গোলাধ থেকে হাজার হাজার অতিথি পাখি এখানে আগমন করে। এই দ্বীপে বসেই বঙ্গোপসাগরের উত্তাল তরঙ্গমালা অবলোকন করা যায়। এখানে কোন মানুষের স্থায়ী বসবাস নেই। তবে মংস আহরণ করতেই অনেকেই এখানে আগমন করে।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

নিঝুম দ্বীপ

১৯৬০ সালে নোয়াখালী জেলার জেলেরা এই দ্বীপ আবিষ্কার করে। তখন এই দ্বীপের নাম দেয়া হয়েছিল বালুয়ার চর বা বাউলার চর। ১৯৭০ সালের ঘূনিঝড়ে ১১ জন বাদে সাতশত অধিবাসী নিহত হয়। তারপরই এই দ্বীপটির নাম দেয়া হয় নিঝুম দ্বীপ। দ্বীপের চারদিকে সমুদ্র, কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। এখানকার অধিবাসীদের সবাই জেলে। বন্য প্রাণি সংরক্ষণের জন্য হরিণ, বানর এবং অজগর ছাড়া হয়েছে এই বনে।

পর্যটন বিষয়ক তথ্য

সীতাকুণ্ড

চন্দ্রনাথ মন্দির ও বৌদ্ধ মন্দির:

সীতাকুণ্ড চট্টগ্রাম থেকে ৩৭ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত। সেখানে চন্দ্রনাথ মন্দির ও বৌদ্ধ মন্দির আছে। এছাড়াও আছে আরো বিখ্যাত অনেক মন্দির। চন্দ্রনাথ মন্দির ও বৌদ্ধ মন্দিরে এখনও রাজা বৌদ্ধের পায়ের ছাপ আছে। এসব স্থানগুলো পাহাড়ের উঁচু স্থানে যা বৌদ্ধ ও হিন্দুদের পবিত্র স্থান হিসাবে পরিচিত। গত দশ বৎসর যাবৎ এখানে প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি মাসে সিভা ছত্রদাশী নামে অনুষ্ঠান পালন করা হচ্ছে এবং হাজার হাজার লোক তাতে অংশগ্রহণ করে। সীতাকুণ্ডের দক্ষিণে ৫ কিলোমিটার দূরে সল্ট ওয়াটার স্প্রিং অবস্থিত। কৃষি, শিল্প, মৎস্য ও বনজসম্পদে সমৃদ্ধ সীতাকুণ্ড উপজেলা দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক এ লীলাভূমির একদিকে রয়েছে গিরি-পর্বত, অন্যপ্রান্তে বিশাল সমুদ্র, মাঝখানে বিশাল উর্বর সমতল ভূমি। উপজেলার উত্তরে মহাসড়কের দু'পাশে রয়েছে ভারী রাষ্ট্রীয় শিল্পকারখানা। আবার

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

নতুন করে গড়ে উঠছে একাধিক ব্যক্তিমালিকানাধীন ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠান।

বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্ক:

৯৯৬ একর এলাকা জুড়ে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম জীববচিত্র্য ইকোপার্ক গড়ে তোলা হয়েছে 'সীতাকুন্ড'। বোটানিক্যাল গার্ডেন ও ইকোপার্কে রয়েছে গর্জন, ধামারা, ডেউটা, হলুদ গুটাগুটিয়াসহ হরেকরকমের বিচিত্র গাছ-গাছালি। এই পার্ক প্রকৃতির অপরূপতাকে ধারণ করে রেখেছে সৌন্দর্য্যের মায়াজালে। আর নানা প্রজাতির বন্যপ্রাণীর আনাগোনা তো এখানে হরহামেশা। হরিণ, ভালুক, হনুমান, বানর সারাক্ষণ মাতিয়ে রাখে এই চির সবুজ বনাঞ্চল। শালিক, টিয়া, ময়না, শ্যামার কিচিরমিচিরে আকৃষ্ট হন আগত দর্শনার্থীরা। আরও আছে অজগর সাপ। তবে এদের চলাফেরা সঙ্গোপনে। এতে সারিসারিভাবে সজ্জিত আছে জয়তুন, নাগলিঙ্গম, বাশপাঁতা, ভেষজ পাতাসহ বিলুপ্ত প্রায় গাছ, বিভিন্ন প্রজাতির ফুল, ফল ও ঔষধি গাছের চারা।

সীতাকুণ্ডের নামকরণ: সীতাকুণ্ডের নামকরণের সত্যতা সম্পর্কে জোরালোভাবে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। রামায়ণে লেখা আছে যে রাম-সীতা চন্দ্রনাথ পাহাড়ের পাদদেশে এসেছিলেন। এখানে সীতার জন্য রাম একটি পরিখা খনন করেন। সীতা সেই কুণ্ডেই স্নান করতেন। অনেকের ধারণা, সীতার এ আগমন থেকেই সীতাকুণ্ড নামকরণ হয়েছে।

যেভাবে যাবেন

ঢাকা থেকে আন্ত:নগর ট্রেন মহানগর প্রভাতী, মহানগর গোধূলি, সুবর্ণ এক্সপ্রেস, তূর্ণা- নিশীথায় চট্টগ্রাম যায়। মতিঝিল, কমলাপুর, সোবহানবাগ, কলাবাগান, কাকরাইল, সায়দাবাদ, ফকিরাপুল এলাকা থেকে শীতাতপ ও চেয়ার কোচ কিছুক্ষণ পর পর চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায়। এস. আলম, হানিফ, সৌদিয়া, ইউনিক, টোকিও লাইন, গ্রীন লাইন, সোহাগ পরিবহনে যেতে পারেন।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

ফয়'স লেক

ফয়'স লেক একটি কৃত্রিম হ্রদ। চট্টগ্রামের পাহাড়তলী রেল ষ্টেশনের অদূরে খুলশী এলাকার কাছে এটি অবস্থিত। আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে ১৯২৪ সালে এ হ্রদ নির্মিত হয়। বর্তমানে এটির মালিকানা বাংলাদেশ রেলওয়ের। লেকটি বেশ বড় মাপের (৩৩৬ একর জমির উপর)। এটি পাহাড়ের এক মাথা থেকে আরেক মাথার মাঝখানের একটি সংকীর্ণ উপত্যকায় আড়াআড়িভাবে বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে তরী করা হয়েছে।

ফয়'স লেক-এর নামকরণ:

রেলওয়ের তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী মি. ফয় এর পরিকল্পনায় এটা করা হয়েছিল বলে এর নাম হয়ে যায় ফয়'স লেক।

রাঙ্গামাটি

চট্টগ্রাম শহর থেকে রাঙ্গামাটির দূরত্ব হচ্ছে ৭৭ কিলোমিটার। বাস, জীপ অথবা মাইক্রোবাসে চড়ে এখানে আসা যায়। রাঙ্গামাটি জেলা চট্টগ্রাম বিভাগে। এর আয়তন হচ্ছে ৬১১৬.১৩ বর্গ কিলোমিটার। এর উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে বান্দরবান জেলা, পূর্বে ভারতের মিজোরাম রাজ্য ও মায়ানমারের চীন প্রদেশ, পশ্চিমে খাগড়াছড়ি ও চট্টগ্রাম জেলা।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

যা যা দেখবেন:

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের একটা বড় অংশ এ রাঙ্গামাটি। কাপ্তাই কৃত্রিম হ্রদের সাথে এর আছে যোগসূত্র। সারা বছরই রাঙ্গামাটি পর্যটকদের আকর্ষণীয় স্থান তবে এর পুরোপুরি সৌন্দর্য উপভোগ করা যায় বর্ষায়। বর্ষায় গাছের পাতাগুলো সবুজ হতে থাকে, জলপ্রপাত থাকে পুরোপুরি, কর্ণফুলী নদী এ সময় পানিতে পরিপূর্ণ থাকে। যদি আপনি শীতের সময় রাঙ্গামাটি বেড়াতে আসেন তাহলে আমাদের পরামর্শ হচ্ছে পূর্ণিমার সময়টি ঠিক করা ভাল। কেননা আপনি পূর্ণিমার সময়টি নিজের মত করে উপভোগ করতে পারবেন।

পরবর্তী আকর্ষণ হচ্ছে কাপ্তাই লেকের বাঁধ। যদি আপনি আলাদাভাবে কাপ্তাই ভ্রমণ না করে থাকেন তাহলে রাঙ্গামাটি ভ্রমণের সময় নৌকা দিয়ে কাপ্তাই লেকে ভ্রমণ করতে পারেন।

বান্দরবান

চট্টগ্রাম থেকে ৯২ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে পাহাড়ী শহর বান্দরবান। বান্দরবান জেলা হচ্ছে চট্টগ্রাম বিভাগে। এর আয়তন ৪৪৭৯ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরে রাঙ্গামাটি জেলা, দক্ষিণে আরাকান (মায়ানমার), পূর্বে চীন রাজ্য (মায়ানমার) এবং রাঙ্গামাটি জেলা, পশ্চিমে চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলা।

যা যা দেখবেন:

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

বন, পাহাড় ও সমভূমি দ্বারা আবৃত এ বান্দরবান। প্রধান নদী হচ্ছে সাঙ্গু (শংখ), মাতামুহুরী এবং বাকখালী। প্রধান গিরিশ্রেণী ৪টি, মেরাঙ্গা, ওয়াইলাটং, তামবাং এবং পলিতাল। বগাকাইল বা বগালেক আছে।

বান্দরবানকে ঘিরে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী:

বান্দরবান পাহাড়ী এলাকায় জনবসতি কম হওয়ায় ব্রিটিশ শাসকেরা এই এলাকাকে বন বিভাগ হিসাবে ঘোষণা করে। ১৮২৪ সালে বার্মা ব্রিটিশ যুদ্ধে পরাজয়ের পর আরাকানীরা বান্দরবান এলাকায় অন্যমত প্রধান অভিবাসী উপজাতি হিসেবে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। বান্দরবান যাওয়ার সময় পথের সৌন্দর্য্য মুগ্ধ করে পর্যটকদের। মারমা উপজাতিদের বর্ণালি জীবন, জুম চাষ, পাহাড়, অরণ্য কার না হৃদয় কাড়ে। সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ, নদী আর অরণ্যঘেরা বান্দরবান, পাহাড়ের পাদদেশেই জেলা শহরের অবস্থান, শহরের গা ঘেঁষে সাঙ্গু নদী, নদীর দু'তীরে অরণ্যশোভিত পাহাড়, আর রয়েছে বিচিত্র প্রাণীর আনাগোনা।

দেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ রয়েছে বান্দরবান-এ:

দেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ তেলজিওডং (তাজিলডং), দ্বিতীয় উচ্চতম কেওকারাডং। চিম্বুক পাহাড়ে উঠার সুব্যবস্থা আছে। যাবার পথে পড়ে মনোরম বগালেক। সবকিছু মিলিয়ে বান্দরবান এক অপূর্ব শোভাময় স্থান।

মহেশখালী

কক্সবাজারের মহেশখালী

বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ী দ্বীপ কক্সবাজারের মহেশখালী। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরা এ জায়গাটিতে রয়েছে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

চমৎকার চমৎকার মন্দির। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে চারিদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্রের দিগন্তে মিলিয়ে যাওয়া জলরাশি দেখা যায় কেবল মহেশখালী থেকেই। পাহাড়, দ্বীপ আর সাগরের এই মিলনস্থলে প্রতিদিন বহু লোক ঘুরতে যায়।

যেভাবে যাবেন

মহেশখালী যেতে প্রথমে যেতে হবে কক্সবাজার। ঢাকা থেকে কক্সবাজার যেতে পারেন স্থলপথ, রেল পথ কিংবা আকাশ পথে। ঢাকা থেকে কক্সবাজারের পথে যে সব এসি বাস চলাচল করে তা হলো- গ্রীন লাইন, নেপচুন, সোহাগ পরিবহন। ভাড়া ৪৮০ থেকে ৫১০ টাকা এবং নন এসি বাসে ভাড়া ৩০০ টাকা। সৌদিয়া, এস আলম, ইউনিক, চ্যালেঞ্জার প্রভৃতি নন এসি বাস চলে কক্সবাজারের পথে। কক্সবাজার নেমে কস্তরী ঘাট যেতে হবে রিকশায়। মহেশখালী ঘাট বললেও সবাই চেনে। কস্তরী ঘাট থেকে মহেশখালী স্পীড বোট কিংবা লঞ্চেও যাওয়া যায়। স্পীড বোটে মহেশখালীর ভাড়া জনপ্রতি ৫০ টাকা আর পথ মাত্র ১৫ মিনিটের। লঞ্চে ভাড়া ১৫ টাকা, সময় এক ঘন্টার মতো।

প্যাকেজ

ঝামেলাহীন ভ্রমণ করতে যে-কোনো ট্যুর অপারেটরের মাধ্যমে যেতে পারেন মহেশখালী। মহেশখালীতে প্যাকেজ ট্যুর পরিচালনা করে এমন কয়েকটি প্রতিষ্ঠান হলো-

১. জার্নিপ্লাস

ঠিকানা : রুম # ৫০/এ, ২য় তলা, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা।

ফোন : ৯৬৬০২৩৪, ০১৮১৯২২৪৫৯৩।

২. রিভার এন্ড গ্রীন ট্যুরিজম

এম আর সেন্টার, বাড়ি # ৪৯ (৭ম তলা), সড়ক-১৭, বনানী, ঢাকা।

ফোন : ৮৮২৬৭৫৯।

৩. সেন্টমার্টিন ট্যুরিজম লিমিটেড

৩৭, বি পুরানা পল্টন, ঢাকা। ফোন : ৯৩৩৮৪৩১।

চ্যানভয়েজ ট্যুরিজম

বাড়ি # ২৮, সড়ক # ৩, সেক্টর # ৪, উত্তরা, ঢাকা। ফোন : ৮৯২১৫৬৪।

যেখানে থাকবেন

মহেশখালীতেই রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা আছে। মহেশখালীতে মোটামুটি ভাল থাকার হোটেল হলো 'হোটেল সি গার্ডেন'। কক্সবাজার শহরের কলাতলীতে থাকতে পারেন। এখানে বেশকিছু ভালোমানের হোটেল আছে। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের মোটেল শৈবাল, লাবনী, প্রবাল ছাড়াও বেসরকারি হোটেলগুলো হলো হোটেল সী গাল, হোটেল সী প্যালেস, মিডিয়া ইন্টারন্যাশনাল, জিয়া গেস্ট হাউজ, সোহাগ গেস্ট হাউজ, গ্রীন অবকাশ রিজোর্ট, নিটল বে রেস্ট হাউজ প্রভৃতি। এসব হোটেলে ৩০০ থেকে ৩০০০ টাকায় রাত্রি কাটানোর ব্যবস্থা আছে।

যা যা দেখবেন

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

ব্রোঞ্জ নির্মিত বিশাল বৌদ্ধ মূর্তি: মহেশখালী স্টেশনে নেমে একটি রিকশা ঠিক করতে পারেন সারা দিনের জন্য। রিকশাওয়ালাই গাইড করবে আপনাকে। স্টেশন থেকে প্রথমেই চলে যান বৌদ্ধ মন্দিরে। এখানে সোনালী রঙের দু'টি বৌদ্ধ মন্দির দেখতে খুবই সুন্দর। এছাড়া এখানেই রয়েছে ব্রোঞ্জ নির্মিত বিশাল বৌদ্ধ মূর্তি। মন্দির এলাকায় প্রবেশের আগেই জুতা খুলে রেখে যেতে হবে। এখান থেকে বেরিয়ে সামনেই পড়বে উপজাতীয়দের তৈরি তাঁতবস্ত্রের দোকান।

আদিনাথ মন্দির:

বৌদ্ধ মন্দির থেকে বেরিয়ে চলুন মহেশখালীর আকর্ষণ-আদিনাথ মন্দিরের উদ্দেশ্যে। রিকশা আধাঘন্টা চললেই পৌঁছে যাবেন আদিনাথ মন্দিরের পাদদেশে। এই আদিনাথ মন্দিরটি কয়েকশ' বছরের পুরনো। মৈনাক পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত আদিনাথ মন্দিরে অবশ্যই উঠবেন। ভূমি থেকে ৬৯টি সিঁড়ি অতিক্রম করে উঠে পড়ুন আদিনাথ মন্দিরে। এই মন্দিরের ভেতরেই রয়েছে অষ্টভুজা দুর্গা মন্দির। আদিনাথ মন্দির থেকে আরেকটু সামনেই পাহাড়ের চূড়ায় রয়েছে আরেকটি মন্দির। এটি দেখতেও ভুলবেন না। পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে মন ভরে দেখে নিন চারপাশের সমুদ্রকে।

জেলে পাড়া:

আদিনাথ মন্দির থেকে নেমে চলে আসুন জেলে পাড়ায়। এখানকার জেলেদের জীবনযাপনের সাথে পরিচিত হতে পারেন। এছাড়া সমুদ্রের পাড়ে দেখতে পারবেন বিচিত্র শামুক আর ঝিনুক। মহেশখালীর যে-কোনো রেস্টুরেন্টে খেয়ে নিতে পারেন মজার মজার সামুদ্রিক মাছ। কম দামে এখানে খেতে পারেন মজাদার রূপচাঁদা মাছ। যারা শুঁটকি পছন্দ করেন তারা এখান থেকে কিনতে পারেন নানান ধরনের শুঁটকি।

আরো কিছু জায়গা:

মহেশখালীর আদিনাথ বাজার, জয়ের খাতা, হরিয়ার চরা, জেমঘাট, পাকুয়া, মাতার বাড়ি, পশ্চিমপাড়া প্রভৃতি জায়গাগুলোও চমৎকার। এসব জায়গায়গুলোতে যেতে ভুল করবেন না কিন্তু।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

কক্সবাজার ও ইনানী সমুদ্রসৈকত

কক্সবাজার সমুদ্রসৈকতঃ

কক্সবাজারের প্রধান আকর্ষণ সমুদ্রসৈকত। কক্সবাজার গেলে সকালে-বিকেলে সমুদ্রতীরে বেড়াতে মন চাইবে। কক্সবাজার শহরের মাঝখানে রয়েছে এক প্রাচীন বৌদ্ধমঠ ও বিহার। নাম খিয়াং বৌদ্ধবিহার। বুদ্ধের এক বিশাল ধাতব মূর্তি রয়েছে বৌদ্ধমন্দিরে। রয়েছে বৌদ্ধ পুরোহিতদের সমাধি। অন্যান্য অনেক বৌদ্ধধর্মীয় শিল্পের নিদর্শনও আছে এই মঠ এলাকায়। খিয়াং বৌদ্ধমঠের পাশেই দেখবেন একটি পাহাড়ি টিলা। এখানে রয়েছে একটি সুন্দর স্তম্ভ। ঝকঝকে সাদা স্তম্ভটি বেশ আকর্ষণীয়। হিলটন থেকে সারা কক্সবাজার শহরটি দেখা যায়।

যেখানে থাকবেন

কক্সবাজারে রাত্রি যাপন করার জন্য অসংখ্য আবাসিক হোটেল রয়েছে। যেমন- আলহেরা ইন্টারন্যাশনাল, ড্রিমল্যান্ড, আল আমিন, ডায়মন্ড প্যালেস, গেস্ট হাউস গ্রিন কটেজ, হক গেস্ট ইন্টারন্যাশনাল, হোটেল হলিডে কক্সবাজার, হোটেল পানওয়া, হোটেল সি কুইন, উর্মি গেস্ট হাউস, আল সালমান হোটেল, দ্যা গ্র্যান্ড হোটেল, হোটেল পালংকি, হোটেল সাগরগাঁও, হোটেল বানু প্লাজা, হোটেল নিরিবিলি, হোটেল সানমুন, হোটেল গার্ডেন, হোটেল কল্লোল, হোটেল সি-বোর্ড, হোটেল আল শামা, হোটেল কোহিনূর, হোটেল বনানী, হোটেল বিচ প্রভৃতি। পর্যটনের মোটেল রয়েছে বেশ কয়েকটি, যেমন- শবাল, প্রবাল, উপল।

যেভাবে যাবেন

ঢাকা থেকে কক্সাবাজারে সরাসরি বাস যায়। এগুলো হলো- এস. আলম, সোহাগ, গ্রিনল্যান্ড, সৌদিয়া, টোকিও লাইন, গ্রিনলাইন, হানিফ প্রভৃতি।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

ইনানী সমুদ্র সৈকতঃ

ইনানী বীচ কক্সবাজার হতে ৩২ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। পশ্চিমে সমুদ্র ও পূর্বে পাহাড় সত্যিই স্বপ্নের মত দেখতে। কক্সবাজার হতে আধাঘন্টা সময় লাগে এখানে পৌঁছাতে। ইনানী সমুদ্র সৈকত পিকনিক ও সমুদ্রে গোসলের জন্য উপযুক্ত স্থান।

সেন্টমার্টিন দ্বীপ

সেন্টমার্টিন দ্বীপ হচ্ছে একটি সুন্দর কোরাল দ্বীপ যেখানে জীবন্ত কোরাল দেখতে পাওয়া যায়। এখানে দেখবেন প্রবাল পাথরের ছড়াছড়ি। ৫৫০০ মানুষের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই মাছ শিকার করে থাকে অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত এবং অস্থায়ী পাইকারী বাজারে মাছ বিক্রি করে থাকে। টেকনাফের স্থানীয় লোকজন সেন্টমার্টিন দ্বীপকে "নারিকেল জিঞ্জিরা" বলে থাকে এবং এটি সাগরের সৌন্দর্য্য স্থান হিসেবে পরিচিত। চারিদিক থেকে নারিকেল বাগানে ঘেরা নীল সাগরের দ্বীপ সেন্টমার্টিন। যারা এখানে রাত্রি কাটান তাদের অন্যরকম অভিজ্ঞতা হয়। চাঁদনী রাতে সেন্টমার্টিনে জোয়ারের দৃশ্যে এক অপূর্ব অনুভূতির সৃষ্টি হয়। বিছানায় শুয়ে সাগরের গর্জনের শব্দ শুনা যায়। একসময় আরব ব্যবসায়ীরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসে এখানে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নিতেন। সেন্টমার্টিন দ্বীপের আয়তন প্রায় ৮ বর্গকিলোমিটার এবং জোয়ারের সময় আয়তন হয় ৫ বর্গকিলোমিটার। সেন্টমার্টিন দ্বীপের নামকরণ: বাংলা, আরাকান ও বার্মা "ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির" অধীনে চলে আসার পর জনক ইংরেজ মি. মার্টিন-এর নামানুসারে এ দ্বীপের নামকরণ করা হয় সেন্টমার্টিন।

যেভাবে যাবেন

টেকনাফ থেকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার সমুদ্র পথ পাড়ি দিয়ে সেন্টমার্টিন যাওয়ার জন্য ট্রলার, সি-ট্রাক, স্টিমার এবং স্পিডবোট রয়েছে।

হিমছড়ি ঝর্ণা

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

হিমছড়ি ১৮ কিলোমিটার দূরে কক্সবাজারের সমুদ্র তীরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত পিকনিক ও শুটিং এর জন্য একটা সুন্দর জায়গা। এখানকার পাহাড়ী টিলা ও ঝর্ণা বিরল ও বিখ্যাত। পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত রিসোর্ট থেকে সমুদ্রের সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়। হিমছড়ির বামে সবুজ পাহাড় ও ডানে সমুদ্র তরঙ্গ উপভোগ করার মত।

খাগড়াছড়ি

ঢাকা হতে খাগড়াছড়ির দূরত্ব হচ্ছে ২৬৬ কিলোমিটার ও চট্টগ্রাম হতে দূরত্ব হচ্ছে ১১২ কিলোমিটার। খাগড়াছড়ি জেলা চট্টগ্রাম বিভাগের অধিনে। খাগড়াছড়ি জেলা হচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যেও লীলাভূমি । আয়তন হচ্ছে ২৬৯৯.৫৫ বর্গ কিলোমিটার। উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য, দক্ষিণে রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রাম জেলা, পূর্বে রাঙ্গামাটি জেলা, পশ্চিমে চট্টগ্রাম জেলা ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য।

যা যা দেখবেন:

খাগড়াছড়িতে মন ভরে পাহাড় দেখবেন। প্রধান পাহাড়গুলো আর তাদের উচ্চতা হচ্ছে, ডাঙ্গামুড়া - উচ্চতা ৪১৬.৬৬ মিটার, মাতাই পুথিরি - উচ্চতা ২১৩.৩৬ মিটার, মাতাই লাখো - উচ্চতা ২৭৪.৩২। প্রধান নদী হচ্ছে- চিংগ্রী, মাইলী ফেলী ও হালদা । প্রধান লেক হচ্ছে- মাতাইপুথিরি

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

(দেবতার পুকুর)।

সিলেটের পর্যটন এলাকাসমূহ

১. হজরত শাহ জালাল রহমত উল্লাহের মাযার

হজরত শাহজালাল (রঃ) এর মাযার সিলেট শহরে খ্যাতনামা স্থান। আজ থেকে ৬০০ বছরের বেশি আগে তিনি মারা গিয়েছেন। তবুও মাযার জিয়ারত করার জন্য অনেক দূর থেকে অসংখ্য ভক্ত বিভিন্ন স্থান থেকে এখানে আসেন । ইতিহাসবিদগণের মতে তিনি ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে দিল্লী হতে এখানে এসেছিলেন ও হিন্দু রাজা গৌর গোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট-এ স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন।

২. মাধবকুন্ড জলপ্রপাত

মাধবকুন্ড দক্ষিণবাগ রেল ষ্টেশন হতে ৩ কিলোমিটার দুরে মাধবকুন্ড জলপ্রপাত যেখানে প্রতি বছর অনেক দর্শনার্থী আসেন। মাধবকুন্ডের ঝর্ণা হচ্ছে পর্যটকদের জন্য সিলেট বিভাগের মধ্যে একমাত্র আকর্ষণীয় স্থান। অসংখ্য পর্যটক ও বনভোজনকারীরা এখানকার সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে প্রতি দিন আসেন।

যেভাবে আসবেন:

বাস যোগে কুলাউড়া রেলষ্টেশন হতে মাধবকুন্ডে আসতে হলে ১ ঘন্টায় আসা যায়। ভ্রমণের সময় আশপাশে সবুজ চা বাগানের দৃশ্য চোখে পড়বে। পাহাড়ের ঝিকঝাক রোড আপনার ভ্রমণকে আরও আনন্দদায়ক করবে। মাধবকুন্ডে একটি বড় পাহাড়ী প্রাকৃতিক ঝর্ণা আছে। ২০০ ফুট হতে লক্ষ লক্ষ টন পানি নীচের দিকে পড়তে থাকে। পাথরের বড় বড় স্তুপ ও কালো পাথরগুলো মাধবকুন্ডকে সুন্দর আকৃতি দিয়েছে। এখানে পর্যটন মোটেলের সাথে থাকা ও খাওয়ার সুবিধা দেয়ার জন্য একটি রেস্টুরেন্ট আছে। রাতকাটানোর জন্য একটি জেলা বাংলোও আছে । জঙ্গলের মধ্যে অবস্থান আপনাকে অতিরিক্ত আনন্দ দিতে পারে। জেলা বাংলো বুকিং দেয়ার জন্য আপনাকে মৌলভীবাজার জেলা পরিষদ অফিসে যোগযোগ করতে হবে।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

৩. শ্রীমঙ্গল

শ্রীমঙ্গল বাংলাদেশের "চা রাজধানী" নামে খ্যাত।

যা যা দেখবেন:

শ্রীমঙ্গলে বিশ্বের সর্ববৃহৎ চা বাগান আছে যা সবুজ কার্পেট নামে খ্যাত। এখানে চা গবেষণা কেন্দ্র ও একটি চা উৎপাদনের কারখানা আছে। প্রতি বছর বাংলাদেশের উৎপাদিত মানসম্মত চায়ের একটি বিরাট অংশ বিদেশে রপ্তানী হয়ে থাকে। শ্রীমঙ্গলে অধিকাংশ জায়গা জুড়েই চা বাগান চোখে পড়বে। যদি আপনি চা বাগানে থাকার ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে সে ভ্রমণটি আপনার স্মৃতিময় হয়ে থাকবে। শ্রীমঙ্গলের রেস্ট হাউজ অথবা অন্যান্য অনেক জায়গা আছে থাকার জন্য। তবে এখানে থাকার জন্য আগে থেকে বাগানের মালিক কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হয়।

৪. চৈতন্য দেবের মন্দির

শ্রী চৈতন্য দেবের মন্দির সিলেট শহর হতে ৪৫ কিলোমিটার উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত। প্রায় ৫০০ বছরের পুরাতন এ শ্রী চৈতন্যের মন্দিরটি। প্রতি বছর বাংলা ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা রাতে এখানে একটি মেলার আয়োজন হয়ে থাকে যেখানে হাজার হাজার দেশী বিদেশী ভক্ত মেলাটি উপভোগ করেন।

৫. শাহী ঈদগাঁহ

১৭ শতাব্দীতে মোঘল সম্রাট আওরঙ্গজেব একটি পাহাড়ের উপরে সার্কিট হাউজের দক্ষিণ পূর্বে তিন কিলোমিটার দূরে শাহী ঈদগাঁহ নির্মাণ করেছিলেন। এটি দেখতে দূর্গের মত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সম্প্রদায়ের দুটি বড় ঈদের জামাত এখানে আয়োজন করা হয়ে থাকে।

৬. গৌর গোবিন্দের দূর্গ

একটি সৌন্দর্যময় পাহাড়ের চূড়ায় মুরারিরচাঁদ সরকারী কলেজটি অবস্থিত যার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে রাজা গৌর গোবিন্দ দূর্গটি রয়েছে। এটিও একটি দর্শণীয় স্থান।

৭. জৈন্তাপুর রাজবাড়ি

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

জন্তাপুর সিলেট শহর হতে ৪৩ কিলোমিটার দূরে সিলেট শিলং রোডের পাশে অবস্থিত। প্রাচীন রাজার রাজধানী নামে খ্যাত এ জৈন্তাপুর। এখানে খাশিয়া ও জৈন্তা পাহাড় ও জৈন্তা ভূমি আছে। জৈন্তাপুরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এ রাজার রাজত্বের নিদর্শনগুলো। জৈন্তাপুর বন এবং জাফলং এলাকার আশেপাশে, শ্রীপুর এবং তামাবিল এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে প্রচুর লোকজন এখানে আসে।

যদি আপনি জাফলং-এ ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন তাহলে জাফলং-এ সারাদিন বেড়িয়ে সন্ধ্যায় সিলেট শহরে ফিরে যেতে হবে। সাধারণত: শীতকালে জাফলং ভ্রমণের উপযুক্ত সময় তবে পাহাড়ী ঝর্ণা উপভোগ করতে চাঁদনী রাতে আসা উচিত। জৈন্তাপুর রাজবাড়ি জাফলং হতে ৫ কিলোমিটার দূরে, এখানে একটি সুন্দর চা বাগান আছে। সিলেট শহরের দক্ষিণ পশ্চিমে ৩৫ কিলোমিটার দূরে এটি অবস্থিত। শ্রীপুর ভ্রমণের পর জৈন্তাপুরের জৈন্তা রাজপ্রাসাদ পরিদর্শন করতে ভুলবেন না। ১৮ শতকে জৈন্তা রাজার রাজধানী ছিল এ জৈন্তাপুর। জৈন্তা রাজাবাড়ি হচ্ছে জৈন্তা রাজার রাজপ্রাসাদ। এটি জৈন্তাপুর বাজারের কাছে। এ রাজপ্রাসাদটি বর্তমানে ধ্বংসের পথে তবুও অনেক পর্যটক জৈন্তা রাজার অস্তিত্বতের নিদর্শন দেখতে আসে।

৮. শ্রীপুর

শ্রীপুর হচ্ছে অন্য একটি পর্যটন স্থান যেখানে আপনি পাহাড়ী ঝর্ণা থেকে পানি পড়ার শব্দ শুনতে পাবেন। এ এলাকার বর্ধিত অংশে ভারতীয় সীমানার ঝর্ণাটি আপনার দৃষ্টিতে আসবে। মাঝেমাঝে বড় বড় পাথর এ ঝর্ণার সাথে শ্রীপুরে আসে। জাফলং এবং তামাবিল ভ্রমণের পর সিলেটে ফেরার পথে শ্রীপুর ভ্রমণ করতে পারেন। জাফলং থেকে শ্রীপুরের দূরত্ব ৭ থেকে ৮ কিলোমিটার।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

৯. লাউয়াছড়া বন

"লাউয়াছড়া রেইন ফরেস্ট" বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন। পর্যটকরা এখানে বানরের গাছে চড়ার দৃশ্য, পাখি যেমন- পেঁচা, টিয়া ইত্যাদি দেখতে পাবেন। এখানে হরিণের ঘোরাফেরা, চিতাবাঘ, বন্যমোরগ, কাঠবিড়ালী এবং অজগর সাপ দেখতে পাবেন। যারা পাখি দেখতে ভালোবাসে তারা কোনভাবে এটা দেখতে ভুলবেননা।
এশিয়ার মধ্যে বিরল ক্লোরোফোর্মের গাছ রয়েছে এখানে যা সত্যিই আকর্ষণীয়। এখানে খাসিয়া ও মুণিপুরী দু'জাতির উপজাতিদের বসবাস । মুণিপুরীদের আকর্ষণীয় নাচ ও গান এখানকার আকর্ষণ অনেকটা বৃদ্ধি করেছে। তাদের একটি ঐতিহ্য হচ্ছে কাপড় বোনা। আপনি এখান থেকে হস্তশিল্প, উলের তৈরি শাল, শাড়ী, নেপকিন, বিছানার চাদর এবং কিছু ব্যাগও কিনতে পারেন। খাসিয়া উপজাতিদের গ্রামগুলো পাহাড়ের উঁচুতে ও গভীর বনের মধ্যে যা শহর থেকে অনেক দূরে। লাউয়াছড়া বনকে বলা হয়ে থাকে স্বর্গের রাজ্য যা আপনাকে এক ধরণের প্রশান্তি এনে দিবে।

১০. জাফলং

জাফলং সিলেট বিভাগের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান। সিলেট শহর হতে এটি ৬০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ও সিলেট শহর হতে দেড়ঘন্টা সময় নিবে এখানে পৌঁছাতে। জাফলং-এর দর্শনীয় দিক হচ্ছে চা বাগান ও পাহাড় থেকে পাথর আহরণ। মারি নদী ও কাশিয়া পাহাড়ের পাদদেশে জাফলং অবস্থিত। মারি নদীর উৎপত্তি হিমালয় থেকে। এর স্রোতে লক্ষ লক্ষ টন পাথর চলে আসে। মারি নদীতে ভ্রমণের মাধ্যমে পাথর সংগ্রহের দৃশ্য আপনাকে সত্যিই আনন্দ দিবে। জাফলং হচ্ছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সমৃদ্ধ সম্পূর্ণ পাহাড়ী এলাকা যা সবুজ পাহাড়ের অরণ্যে ঘেরা। এখানে প্রচুর বন্য প্রাণীর বসবাস। বনের কাছাকাছি আসলে আপনাকে সতর্কতা

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

অবলম্বন করতে হবে। আপনি জাফলং- এ আসলে খাসিয়া উপজাতিদের জীবন ও জীবিকা চোখে পড়বে। জাফলং- এ আসতে হলে সিলেট থেকে আপনাকে সকাল সকাল যাত্রা করতে হবে যাতে ভ্রমণ শেষে সন্ধ্যার আগে সিলেট ফিরতে পারেন।

১১. তামাবিল স্হলবন্দর

জাফলং হতে অর্ধেক কিলোমিটার দূরে হচ্ছে তামাবিল যা ভারত সীমান্তের নিকটে অবস্থিত। যদি আপনি ভারতের শিলং ভ্রমণ করতে চান তাহলে কাষ্টমস-এর নিয়মকানুন সেরে সীমানা পাড় হয়ে সেখানে যেতে পারেন। ভারতে যেতে হলে আপনাকে সেখানকার ভিসার মেয়াদ থাকতে হবে। সিলেট শহর হতে তামাবিল সীমানা ৫৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ এলাকার দর্শনীয় স্থান ও ঝর্ণার উৎস দেখতে হলে তামাবিল দিয়ে বর্ডার পার হতে হবে।

১২. সুরমা ভেলী

সুরমা ভেলীর দুই দিকে পাহাড় পর্বতের মধ্যে বিস্তীর্ণ এলাকার মাঝখানে চা রোপণের দৃশ্য ও সবুজ বন সত্যিই মনকে মুগ্ধ করবে। বাংলাদেশের পর্যটন স্থানগুলোর মধ্যে অন্যতম আকর্ষণ খাসিয়া, জৈন্তা ও ত্রিপুরা পাহাড় এখানেই অবস্থিত। ঘন বন, মুণিপুরী উপজাতিদের বন্যজীবনের অনেক নিদর্শন এখানে দেখতে পাওয়া যায়। নীচু পাহাড়ে মাইলের পর মাইলের চা বাগানের বিস্তার একটি সবুজ কার্পেটের মত দেখা যায়। এটি পর্যটকদের একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা হতে পারে। সিলেট হচ্ছে চা বাগানের একটি শস্যভান্ডার, এখানে ১৫০ টির উপরে চা বাগান আছে যার মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তিনটি চা বাগান এখানে অবস্থিত। সিলেটের আরেকটি দর্শনীয় স্থান হচ্ছে সুরমা ও কুশিয়ারা নদী যা উত্তর দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে অনেক হাওড় আছে যা শীতের সময় সবুজ ভূমিকে আর প্রসারিত করে কিন্তু বর্ষার সময় অশান্ত সাগরে রূপ নেয়। শীতের সময় সাইবেরিয়া হতে এইসব হাওড়ে লক্ষ লক্ষ অতিথি পাখি আসে। যা সত্যিই দেখার মত।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

সুন্দরবন

সুন্দরবন খুলনায় অবস্থিত। খুলনা জেলা হচ্ছে খুলনা বিভাগে। খুলনার মংলায় একটি সমুদ্র বন্দর আছে। এজেলার প্রধান নদীগুলো হচ্ছে- রূপসা, পসুর, ভৈরব, শিবলা, ধরলা, ভদ্রা ও কপোতাক্ষ।

যেভাবে যাবেন

রাজধানী ঢাকা থেকে খুলনার দুরত্ব ৩৬০ কিমি। যশোরে একটি আভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর আছে, সেখান থেকেও খুলনা যাওয়া যায়। সেখান থেকে খুলনার দূরত্ব ৫৫ কিমি।

ঢাকা হতে যাতায়াতের জন্য বিমান, ট্রেন, স্টিমার ও বাস রয়েছে।

খুলনায় যা যা দেখবেন

সুন্দরবন পরিদর্শনে গেলে আপনাকে গাইডের সহায়তা নিতে হবে এবং যদি গ্রুপের মধ্যে যান তাহলে সেটি হবে সবচেয়ে ভাল। আপনার ভ্রমণের চাহিদা অনুযায়ী দুই থেকে তিন দিন সুন্দরবন অবস্থানের প্রয়োজন হতে পারে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করার জন্য একদিন সুন্দরবনে অবস্থান যথেষ্ট নয়।

১. করমজল

করমজল হচ্ছে ফরেস্ট স্টেশন। এখানে একটি হরিণ প্রজনন কেন্দ্র আছে।

২. কাটকা

কাটকাতে ৪০ ফুট উচ্চ একটি টাওয়ার আছে যেখান থেকে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়। একটি সুন্দর সমুদ্র সৈকত আছে এখানে। পর্যবেক্ষণ টাওয়ার হতে ফেরার সময় হেঁটে আপনি বীচের সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে পারবেন। বিভিন্ন ধরনের পাখি, হরিণ, বাঘ, বানর, বন্যপাখির জন্য কাটকা প্রসিদ্ধ। কাটকা থেকে কাচিখালী (বাঘের জায়গা) পর্যন্ত প্রচুর ঘাস জন্মে বলে অনেক জীবজন্তুর আনাগোনা রয়েছে।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

৩. হিরণ পয়েন্ট, কচিখালী ও মান্দারবাড়ীয়া

হিরণ পয়েন্ট হচ্ছে সুন্দরবনের পর্যটকদের একটি পছন্দনীয় ভ্রমণের জায়গা। এটি বিশ্বের একটি হেরিটেজ সাইট (যে জায়গাকে সংরক্ষণ করে রাখা হয়) বলা হয়। এখানে জীবজন্তু এবং হরিণের দৌড়াদৌড়ি আপনাকে সত্যিই আনন্দ দিবে। এখানে আরও দুটি হেরিটেজ সাইট আছে- একটি কচিখালী ও অন্যটি মান্দারবাড়ীয়া যেখানে আপনি হরিণ ও পাখি দেখতে পাবেন। আপনি যদি সত্যিই সৌভাগ্যবান হয়ে থাকেন তাহলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার চোখে পড়বে। কিন্তু এটা নিশ্চিত যে, আপনি ঘুমন্ত বাঘকে অবশ্যই দেখতে পাবেন এখানে। হিরণ পয়েন্টে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের অধীনে তিনটি ভাল রেষ্ট হাউজ আছে। যা আগে থেকে আপনাকে মংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বুকিং করতে হবে।

৪. দুবলার চর (দ্বীপ) ও তিন কোণা দ্বীপ

দুবলার চর হচ্ছে জেলেদের মাছ ধরার উপযোগী স্থান। এখানকার সৌন্দর্য্যের একটি দিক হচ্ছে হরিণের ঘাস খাওয়ার দৃশ্য। তিন কোণা দ্বীপ হচ্ছে বাঘ ও হরিণের দ্বীপ।

কুয়াকাটা

কুয়াকাটাকে কেউ বলে সাগরকন্যা, কেউ বা বলে বনকন্যা। বছরের যে কোন সময় কুয়কাটায় গিয়ে প্রচুর আনন্দ পাবেন। এখানে গেলে সমুদ্রের বেলাভূমি থেকে ভোরে সূর্য ওঠার এবং সন্ধ্যায় সূর্য অস্ত যাবার অপরূপ দৃশ্য দেখতে পাবেন। কুয়াকাটায় মনোরম ঝাউবন আর নানান প্রজাতির পাখিও দেখা যায়। এখানকার নারিকেল বাগানও দেখার মতো। এছাড়াও রয়েছে শুঁটকিপল্লী, ছোটদের রাজ্য আর গঙ্গামতি নামের স্থান। গঙ্গামতির বড় বড় চরে হাজার হাজার পাখির কলকাকলি আপনার মন ভোলাবে। রাখাইনদের

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

হস্তশিল্প আর সংস্কৃতি দেখে আপনার সুন্দর সময় কাটবে। মাঘী পূর্ণিমা ও শারদীয় রাশ পূর্ণিমায় কুয়াকাটায় মেলা বসে। এ সময় আপনি সেখানে গেলে আরও বেশি আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন।

নামকরণ

অতীতে এ অঞ্চলে খাবার পানির খুব সংকট ছিল। তখন খাবার পানির উৎস ছিল একমাত্র কুয়া। সাধারণ মানুষ কুয়া থেকেই খাবার পানি সংগ্রহ করত। আর এ কারণেই এ জায়গার নাম হয়েছে কুয়াকাটা।

যেভাবে যাবেন:

ঢাকা থেকে কুয়াকাটার দূরত্ব ৩৮০ কিমি.। পটুয়াখালী থেকে কুয়াকাটার দূরত্ব ৭০ কিমি এবং কলাপাড়া থেকে কুয়াকাটার দূরত্ব ২৫ কিমি। ঢাকা থেকে বাস যায় কুয়াকাটায়। এ ছাড়াও ঢাকা থেকে কলাপাড়ার উদ্দেশ্যে প্রতিদিন সদরঘাট থেকে সন্ধ্যা ৬.০০ টায় একটি করে লঞ্চ ছেড়ে যায়।

যেখানে থাকবেন:

কুয়াকাটায় পর্যটন হোটেল আছে। বাস স্ট্যান্ডের কাছেই পর্যটন হোটেলটি অবস্থিত। এ ছাড়াও অন্যান্য হোটেলের মধ্যে নীলাঞ্জনা, সানরাইজ, স্মৃতি, গোল্ডেন প্যালেস, ফ্যামিলি হোমস, হোটেল সি ভিউ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নদীর নাম আন্ধারমানিক

আন্ধারমানিকের নামকরণ: কুয়াকাটার ২০ কিমি আগেই আন্ধারমানিক নদীর তীরে খেপুপাড়া। কেউ বলে কলাপাড়া। খেপুপাড়ার আন্ধারমানিক নদীতে চাঁদনী রাতে পানি জ্বল জ্বল করত। এ জন্য অনেকেই মনে করতেন, এখানে নদীতে মানিক রয়েছে। আর এভাবেই নদীর নাম হল আন্ধারমানিক। অনেকেই বলেন, খেপুপাড়া রাখাইনদের এলাকা। এখানে বেড়াতে গিয়ে আলাদা এক বৈচিত্র খুঁজে পাবেন।

যেভাবে যাবেন

সড়ক পথে বাসে এবং নদীপথে লঞ্চে খেপুপাড়া যাওয়া যাবে। ঢাকা থেকে ঈগল, দ্রুতি কিংবা মেঘনা পরিবহনে খেপুপাড়া পর্যন্ত ভাড়া ২৮০ টাকা। ঢাকার সদরঘাট থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় লঞ্চ ছেড়ে যায় খেপুপাড়ার দিকে। প্রায় ১৫ ঘন্টা সময় লাগে। পূবালী লঞ্চে ডাবল বেডের কেবিন

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

ভাড়া ৫০০ থেকে ৭০০ টাকা। সিংগেল কেবিন ভাড়া ৩০০ টাকা। খুলনা থেকে খেপুপাড়ায় চলাচল করে বিআরটিসি পরিবহন। এতে সময় লাগে প্রায় ৭ ঘন্টা।

যেখানে থাকবেন

রাত কাটানোর জন্য খেপুপাড়ায় আন্ধারমানিক নদী তীরে হোটেল রূপবান আছে। এখানে সিংগেল রুম ভাড়া ৮০ টাকা। ডাবল রুম ভাড়া ১৫০ টাকা। এই হোটেলের ব্যালকনিতে বসে আন্ধারমানিক নদীর দৃশ্য দেখতে পাবেন। নদীর ওপারেই পূর্বদিকে লালুয়া।

যেখানে খাওয়া-দাওয়া করবেন

এখানের তানজিলা ও ভাই ভাই হোটেলে দেশী মাছ ইলিশ, বোয়াল, টেংরা, শাপলা পাতা, ঘোল মাছ রান্না হয়। বাগদা, গলদা চিংড়িও পাবেন। ভাতের সঙ্গে দেশী মাছ খাওয়ার স্বাদই আলাদা। তাই এখানেই হোটেলগুলোতে তৃপ্তিভরে দেশী মাছ খেয়ে নেবেন।

যা যা দেখবেন

ছো শহর খেপুপাড়া। দক্ষিণ পাশ থেকে রয়ে গেছে আন্ধারমানিক নদী। খেপুপাড়া বাজারের অপরদিকে নদীর ওপারে নীলগঞ্জ। আন্ধারমানিক নদী একেবেঁকে আলীপুর হয়ে মিশেছে সাগরে। ২ ঘন্টা সময় হাতে নিয়ে আন্ধারমানিক নদীতে নৌবিহার করুন। আন্ধারমানিক নদীতে নৌকায় বেড়ানোর সময় কাশবন দেখে পুলকিত হবেন। আরও দেখবেন, রাখাইনদের বাড়িঘর। রাখাইন মেয়েদের জল ভরার দৃশ্য দেখে আপনার মনে হয়তো জেগে উঠবে কমলা ঝরিনার গাওয়া সেই বিখ্যাত 'ওরে ও বিদেশী বন্ধু আমি একলা ঘাটে বইসা থাকি... জল ঢেলে জল ভরিরে বন্ধু...' গানের কথাগুলো। খেপুপাড়ায় ঘুরে ঘুরে দেখুন রাখাইনদের বাড়িঘর, বৌদ্ধবিহার, জেলেদের পল্লী, মোজাহার উদ্দিন বিশ্বাস ডিগ্রি কলেজ, ম্যাচ ফ্যাক্টরি, রাখাইনদের তাঁত শিল্প প্রভৃতি। কলেজ রোড এলাকায় দেখবেন বৌদ্ধ পাড়া। এখানেই রাখাইন সমাজ কল্যাণ সমিতির কার্যালয়। এই কম্পাউন্ডে রয়েছে বৌদ্ধ মন্দির- এটিও ঘুরে দেখুন।

কত টাকা খরচ হবে

ঢাকা থেকে খেপুপাড়ায় গিয়ে কম করে হলেও মাঝখানে ৩ দিন থাকতে ইচ্ছে হবে। এ ভ্রমণে জনপ্রতি ২ হাজার টাকা করে নিয়ে গেলেই চলবে।

ওয়ার সেমেট্রি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাধিভূমিঃ ওয়ার সেমেট্রি

বাংলাদেশে দুটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাধিভূমি (ওয়ার সেমেট্রি) আছে। একটি চট্টগ্রামে ও অন্যটি কুমিল্লায়।

www.bcsourgoal.com.bd

চট্টগ্রামে অবস্হিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাধিভূমিঃ

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের দক্ষিণ পশ্চিমে বাদশা মিয়া রোডে রয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাধিভূমি বা ওয়ার সিমেট্রি। বাহারি ফুলের বাগান, কোলাহলহীন নির্মল পরিবেশে। বিশ্বযুদ্ধে চট্টগ্রাম থেকে বার্মা ফ্রন্টে, ব্রিটেন, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, নিউজিল্যান্ড, ভারত, পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, নেদারল্যান্ড ও জাপানের যেসব সৈনিক নিহত হয় তাদের মধ্যে ৭৫৫ জনের সমাধি আছে। সাত একর জায়গায় প্রতিষ্ঠিত এ সমাধি ভূমি সকাল ৭টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। পঞ্চাশের দশকে নির্মিত এই ওয়ার সিমেট্রি।

কুমিল্লায় অবস্হিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাধিভূমিঃ

কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় গেলে দেখবেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সৈনিকদের সমাধিসৌধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বার্মা প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত সৈনিকদের মধ্যে শহীদ ৭৩৬ জন সৈনিককে এখানে সমাহিত করা হয়। প্রতি বছর ১১ নভেম্বর বাংলাদেশে কর্মরত কমনওয়েলথ ভুক্ত দেশগুলোর রাষ্ট্রদূত এবং প্রতিনিধিরা এখানে এসে গভীর শ্রদ্ধাভরে শহীদদের স্মরণ করেন। প্রতিটি সমাধিসৌধের গায়ে রয়েছে পাথরের নামফলক। স্মৃতিসৌধের প্রতিটির উচ্চতা প্রায় একই সমান। ফুলগাছের সমারোহ এর সর্বত্র। ময়নামতি কমনওয়েলথ যুদ্ধ সমাধিগুলো পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য একজন গাইড এখানে পাবেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে সমাধিসৌধগুলো দেখে নিন।

কিভাবে যেতে হয়ঃ

ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে বা কুমিল্লা যাওয়ার জন্য সড়কপথে পরিবহন রয়েছে। রেলপথে ট্রেনেও যেতে পারেন। তবে সময় বেশি লাগবে। ইচ্ছে করলে প্লেনে চেপেও চট্টগ্রাম ভ্রমণ করতে পারেন; তবে এক্ষেত্রে ভ্রমণ খরচ বেশী লাগবে। রাত্রি কাটানোর জন্য চট্টগ্রামে ও কুমিল্লায় আবাসিক হোটেলেরও অভাব নেই।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd